



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 127 - 138
Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

শরীর-লিঙ্গ-যৌনতার স্থিতিশীলতার সংকট : 'হলদে গোলাপ' (২০১২)

অশ্বেষা বিশ্বাস

গবেষক

তুলনামূলক সাহিত্য

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: anweshabiswas5@gmail.com

Received Date 16. 03. 2024

Selection Date 10. 04. 2024

Keyword

Body, gender, sexuality, stability crisis, Halde Golap

Abstract

A well-known novel on the body of society and the sociology of the body is 'Halde Golap'. During the year 2012-13, this novel created a stir among the readers when it was serially published in 'Robbar' edited by the late Rituparna Ghosh. The novel depicts the feelings of people in crisis. The story is interspersed with scientific facts. 'Halde Golap' was first published in January 2015. Swapnamoy Chakraborty received the Anand Award of 1421 Bangabd for his novel. On the canvas of the novel, the novelist paints a picture of the tensions of the lives of people of different marginalized genders. At the time of awarding the award, "The author's work is a discovery of the trivialities of life," and the certificate given to the author said, "The context was covered not in Bengali fiction, but in the same year, in Uttara, Dhaka." A group of heterosexual marginalized people shot one of another group over a dispute over money withdrawal. Again, on March 30, 2015, when blogger Washikur Rahman Babu was killed in Begunbari, Dhaka, when the group of fanatical assailants were fleeing, frightened or innocent bystanders were standing idly by, then Lavanya caught the two killers almost single-handedly. Who is identified in society as a transgender, not as a human being. In the same year, the Rajya Sabha (Bangladesh) Bill was passed on April 24, 2015 to protect the rights of marginalized genders. In 2015, Manavi Banerjee, a marginalized gender, joined Krishnanagar Government College as principal. On April 15, 2014, the Supreme Court of India recognized transgender, hijra or kinnar groups as a distinct marginalized gender apart from male and female. In one Bengali New Year, the Supreme Court's verdict, then the silence of the whole country and in the coming New Year, the novel about transsexuals, transsexuals, was published, 'Halde Golap'. Its cover features symbols of the LGBT movement - a straw tied with a pink rope and the headless torso of a wooden doll. This novel is about the dreams of the sexual people who

are puppets of the family, society, law and the state and the way to fulfill the dream and the obstacles on that way.

Discussion

সমাজের শরীর ও শরীরের সমাজতত্ত্ব নিয়ে এক অতিপরিচিত উপন্যাস ‘হলদে গোলাপ’। ২০১২-১৩ সাল জুড়ে প্রয়াত ঋতুপর্ণ ঘোষ সম্পাদিত ‘রোববার’ - এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশকালে পাঠকসমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে এই উপন্যাস। উপন্যাসটিতে সংকটসংকুল মানুষের অনুভূতিগুলি চিত্রিত হয়েছে। কাহিনীর সাথে মিশে আছে বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলি। ‘হলদে গোলাপ’ প্রথম প্রকাশিত হয় ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে। ১৪২১ বঙ্গাব্দের আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর এই উপন্যাসের জন্য। উপন্যাসের ক্যানভাসে ভিন্নতর প্রান্তিক লিঙ্গের মানুষের যাপিত জীবনের টানাপোড়েনের ছবি এঁকেছেন ঔপন্যাসিক। পুরস্কার প্রদানের সময় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেছেন, ‘লেখকের কাজ জীবনের আনাচেকানাচে অতিতুচ্ছ বর্জ্যগুলো জেগাড় করে তার মধ্য দিয়ে সত্য আবিষ্কার।’ আর লেখককে দেওয়া মানপত্রে বলা হয়েছে, ‘প্রসঙ্গটি বাংলা কথাসাহিত্যে নয় নৈঃশব্দ দ্বারা অথবা উনকথনে আবৃত ছিল।’ ঐ বছরই ৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে ঢাকার উত্তরায় টাকা তোলা নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে একদল ভিন্নতর প্রান্তিক লিঙ্গের মানুষ আরেক দলের একজনকে গুলি করেছে। আবার ২০১৫ সালের ৩০ মার্চ ঢাকার বেগুনবাড়িতে ব্লগার ওয়াশিকুর রহমান বাবুকে খুন করে যখন ধর্মান্ত আততায়ীদের দলটি পালাচ্ছিল, ভীত-হতবিস্বল অথবা দায়হীন পথিকেরা দাঁড়িয়ে পড়ছিল ক্রিয়াহীন, তখন দুই হত্যাকারীকে প্রায় একাই ধরে ফেলেছিলেন লাভণ্য। সমাজে যার পরিচিতি হিজড়া হিসাবে, মানুষ হিসাবে নয়। ঐ বছরই ভিন্নতর প্রান্তিক লিঙ্গের অধিকার রক্ষার্থে ২০১৫ সালের ২৪ এপ্রিল অনুমোদিত হয় রাজ্যসভা বিল (বাংলাদেশে)। ২০১৫ সালেই ভিন্নতর প্রান্তিক লিঙ্গের মানবী বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেন। ২০১৪ সালে ১৫ এপ্রিল ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ট্রান্সজেন্ডার, হিজড়া বা কিম্বার গোষ্ঠীর মানুষদের পুরুষ ও মহিলার বাইরে ভিন্নতর প্রান্তিক লিঙ্গ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এক বাংলা নববর্ষে সুপ্রিম কোর্টের রায়, তারপর সারা দেশের নীরবতা এবং ফিরতি নববর্ষেই রূপান্তরকামী পরিমল, হিজড়ে দুলালীদের নিয়ে উপন্যাস প্রকাশিত হল, ‘হলদে গোলাপ’। যার প্রচ্ছদে আছে এলজিবিটি আন্দোলনের প্রতীক - গোলাপি দড়িতে বাঁধা খড় ও কাঠের পুতুলের মুগুহীন ধড়। পরিবার, সমাজ, আইন, রাষ্ট্রের হাতের পুতুল হতে থাকা যৌনপ্রান্তিক মানুষদের স্বপ্ন আর স্বপ্নপূরণের পথ ও সেই পথের বাধা নিয়ে এ উপন্যাস।

মানবী বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর ‘হলদে গোলাপ’ উপন্যাসটি লেখার কারণ জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন,

“এটা আমি আদৌ থার্ড জেন্ডারদের জন্য লিখিনি। আমি আমাদের মতো বাঙালি শুচিবায়ুগ্রস্ত মধ্যবিত্তদের জন্য লিখেছি। একটা ট্যাবু আছে, আমাকে একজন প্রকাশক বলেছিলেন, ‘পায়খানার একটা দরজা থাকে, সেটা তো বন্ধ থাকে। হাট করে সে দরজা খোলার কোনও মানে নেই। ... আমি তো পায়খানার দরজা মনে করছি না, আমি তো মনে করেছি, এটা একটা মেজর কাজ, বড়।”^১

লেখকের এ মন্তব্য মোটেও অত্যুক্তি নয়। উপন্যাসের সূচনাই হয় একটা ট্যাবু ভাঙার মধ্য দিয়ে। ‘সন্ধিক্ষণ’ নামে বয়ঃসন্ধিকালীন কিশোর-কিশোরীদের নানা সমস্যা সমাধানের, প্রশ্নোত্তর আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র অনিকেতের যাত্রা শুরু হয় এক অজানা রহস্যের পথে। আর অনিকেতের হাত ধরেই পাঠকের কাছে উন্মুক্ত হয়ে যায় যৌনতা, লিঙ্গ বৈষম্য, যৌন হিংসা, অধিকার হানন, অধিকার আদায়ের লড়াই। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর এ উপন্যাস সম্পর্ক বিশ্বজিৎ পাণ্ডা তার ‘যৌনতা ও বাংলা সাহিত্যের পালাবদল’ বইতে লিখেছেন,

“শুধু হিজড়াদের প্রসঙ্গ নয়, ‘হলদে গোলাপ’ উপন্যাসে যৌনতার বহু অনুসঙ্গই এসেছে। রূপান্তরকামী-সমকামী-হোমো-লেসবিয়ান ইত্যাদি প্রচলিত যৌনবোধের বাইরের অন্যরকম যৌনতার ডকুমেন্টেশন বলা যায় স্বপ্নময়ের এই উপন্যাসটিকে।”^২

একথা সর্বতোভাবে সত্য। ‘হলদে গোলাপ’ উপন্যাসে মানবজীবনের প্রায় অবিচ্ছেদ্য বিষয় যৌনতার নানামাত্রা যথাসম্ভব সুবিস্তারে বর্ণিত। যৌনতা সম্পর্কে তথাকথিত ‘অশ্লীলতা’ শব্দবন্ধ ব্যবহারের প্রবণতাকে তুচ্ছ করে লেখক এখানে



যৌনতার প্রচলিত, অপ্রচলিত নানা ধরনের মানুষের রুচির ছবি এঁকেছেন। আর সে ছবি শুধুমাত্র শিল্পের জন্য শিল্প নয়, সেখানে রক্তমাংসের মানুষ এতটাই সুস্পষ্ট যে সত্য আর সাহিত্যের পার্থক্য সেখানে সুদূর্লভ। সত্য-তথ্যসমৃদ্ধ ‘হলদে গোলাপ’ উপন্যাসের পাতায় পাতায় আছে ভিন্নতর যৌনপ্রান্তিক মানুষের জীবনচর্যার নিখুঁত বিবরণ।

যৌনতা নিয়ে আমাদের ছুঁমাংগের অন্ত নেই। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বিষমকামিতাকেই একমাত্র যৌনচর্চা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে প্রাচীন ও মধ্যযুগ। তবুও বিষমকামিতা ছাড়াও নানা ধরনের যৌনতা দেখা যায় আজকের যুগে। সেখানে সমকামিতা, রূপান্তরকামিতা, উভকামিতা, এমনকি অকামিতাও দেখা যায়। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা অনুৎপাদনশীল অর্থাৎ প্রজননহীন যৌনতাকে মান্যতা দেয় না। শুধু যে মান্যতা দেয় না, তা নয়। শারীরিক, মানসিক, সামাজিক অত্যাচার চলতে থাকে অনির্দিষ্টকাল ধরে। কিন্তু ভিন্নতর প্রান্তিক লিঙ্গের ছত্রছায়ায় থাকা এইসব মানুষের অধিকারের লড়াই নিরন্তর চলছে। ‘হলদে গোলাপ’ উপন্যাসে তাদেরই উপস্থাপন চোখে পড়ে।

“হলদে গোলাপ” উপন্যাসের নামকরণ নিয়ে একটা সুস্পষ্ট বক্তব্য উপন্যাসেই পাওয়া যায়। ‘প্রবর্তক’ পত্রিকার লেখক পবন ধল বলেছিল,

“গোলাপের রং তো আমরা গোলাপি-ই বুঝি। পিংক। কিন্তু গোলাপ যদি সাদা কিংবা হলুদ হয়, তবে কি সেটা গোলাপ নয়? আমরাও পুরোপুরি মানুষ। মানুষের সমস্ত ধর্ম আমাদের মধ্যে আছে। আমাদের মধ্যে দুঃখবোধ আছে, সমাজ সচেতনতা আছে; আবার হিংসা-পরশ্রীকাতরতাও আছে। শুধু ব্যক্তিগত যৌনতার ক্ষেত্রে আমরা আলাদা।”^৭

পবন ধল এর এই কথার সত্যতা যে কতটা তা আমরা সহজেই বুঝি। উপন্যাসে পবন ধল একজন সমকামী বলে চিহ্নিত ও সমাজের মূলশ্রোত থেকে আলাদাও এই একমাত্র কারণে। বিষমকামী সমাজ সমকাম কে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। ‘সন্ধিক্ষণ’ এর যে অনুষ্ঠানে পবন এই জানিয়েছিল সেখানেই বাসব অকপটে বলেছিল, নিম্নোক্ত কথাগুলি-

“সব পুরুষের মধ্যেই কিছু-না-কিছু নারীত্ব আছে, আবার সব নারীর মধ্যে কিছু-না-কিছু পুরুষ-ভাব। পুরাণে অর্ধনারীশ্বরের কথা আছে। বৈষ্ণব শাস্ত্রেও আছে রাধাভাব-এ কৃষ্ণসাধনার কথা। অনেক বৈষ্ণব নিজেকে রাধা ভেবেছেন মনে-মনে। কিন্তু অর্ধনারীদের সামাজিক স্বীকৃতি নেই। বরং অবজ্ঞা। এই সামাজিক অবজ্ঞার কারণেই, এইসব অনেক পুরুষের ঠাই হয় হিজড়ে-সমাজে। হিজড়েরা শারীরিকভাবে স্বাভাবিক পুরুষ, কিন্তু মনের গভীরে নারী। স্বাভাবিক নারীর মত এরাও চায় প্রেমিক, স্বামী, সন্তান। কিন্তু শরীরটা যে পুরুষের, সন্তানধারণ তো করতে পারে না। অথচ ইচ্ছেটা সরাতেও পারে না। যতটা পারে, নারী হতে চায়। পুরুষের সঙ্গ ভালবাসে। এটা সম্পূর্ণ মনের ব্যাপার।”^৮

শুধুমাত্র হিজড়েদের নয়, নারী সমকামী, পুরুষ সমকামী, রূপান্তরকামী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের মনের খবর রাখে না বিষমকামী যৌনতায় আস্থাশীল মানুষেরা। তারা মনে ভাবে বিষমকামী যৌনতাই একমাত্র যৌনচর্চা হওয়া উচিত। আর তাই অপ্রথাগত যৌনতায় বিশ্বাসী মানুষদের প্রতিনিয়ত অবমাননা, অপমানের শিকার হতে হয়।

স্বপ্নময় চক্রবর্তীর এই উপন্যাসে আছে প্রান্তিক-ভিন্নতর-লিঙ্গের মানুষের জীবনসংগ্রাম। এই লিঙ্গের মানুষেরা যেমন গ্রামে আছেন, তেমনি আছেন শহরে; যেমন আছেন ধনী-মধ্যবিত্ত পরিবারে তেমনি আছেন নিম্নবিত্ত পরিবারে। জাতি, বর্ণ, শ্রেণী বিশেষে তাদের অবস্থান ও আন্দোলন আলাদা। ভাষা, ধর্ম, জাতি যেভাবে গুরুত্ব পায় সংস্কৃতির দিক থেকে তেমনি রাজনীতি ও অর্থনীতিতে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হল শ্রেণীবৈষম্য। লিঙ্গবৈষম্য, যৌনতা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হলেও অর্থনৈতিক পরিকাঠামো সেখানে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই যৌনতা ও যৌনলিঙ্গ ভিত্তিক প্রান্তিক মানুষেরা যেসব হিংসা, অধিকার হননের শিকার হয় সেখানে নিম্নবিত্ত বলেই বঞ্চনা অনেক বেশি সহ্য করতে হয় এইসব মানুষদের। এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত অন্য অধ্যায় শুধুমাত্র নারী-সমকামিতা (‘চাঁদের গায়ে চাঁদ’), আলকাপের ছোকরা- যারা জৈবিক লিঙ্গে পুরুষ কিন্তু সামাজিক লিঙ্গে নারী (‘মায়ামুদঙ্গ’), হিজড়া (‘ব্রহ্মভাগবতপুরাণ’) দের নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর ‘হলদে গোলাপ’ উপন্যাসে আলোচনা করেছেন সমকামী, অন্তর্বর্তী, হিজড়া, রূপান্তরকামী, উভকামী এমন অনেক মানুষের জীবন নিয়ে। স্বপ্নময় চক্রবর্তী এখানে এমন কিছু চরিত্রায়ণ করেছেন যাদের বাস্তব অস্তিত্ব আছে। মানবী বন্দোপাধ্যায় একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র অনিকেত যে ‘সন্ধিক্ষণ’ নামক বেতার-অনুষ্ঠানটি



পরিচালনা করতেন তার সাথে লেখকের মিল আছে। লেখকও আকাশবাণীতে এমনই একটি অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। এভাবে সমসাময়িক তথ্য সমৃদ্ধ এ উপন্যাস একাধারে একটি ডকুমেন্টারিও হয়ে উঠেছে।

এ উপন্যাসে আখ্যানের জন্য চরিত্র সৃষ্টি হয়নি বলে মনে হয়, বরং চরিত্রের প্রয়োজনে আখ্যান রচিত বলেই মনে হয়। যে উপন্যাসে লেখকের তাগিদ ছিল ট্যাবু ভাঙার। তাই সমাজে অনালোচিত প্রসঙ্গ গুলিতেই তিনি অধিক আলোকপাত করেছেন। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও উপন্যাসে ‘সন্ধিক্ষণ’ অনুষ্ঠানটিকে চালিয়ে নিয়ে গেছেন প্রায় শেষ পর্যন্ত। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র অনিকেত তার স্ত্রী শুল্লা, যে স্বামীর সাথে যৌনতা নিয়ে কথা বলতে স্বচ্ছন্দ নয়, (স্বাভাবিক শারীরিক বৈশিষ্ট্য যেমন- ঋতুস্রাব নিয়ে কথা বলতে চাইত না) লেখক তাকে দিয়ে পর্যন্ত বললেন, ‘সন্ধিক্ষণ’ অনুষ্ঠানটি ভালো। অনিকেত অনেক সময় পর্যন্ত ঘরের বাইরের মানুষের ট্যাবু ভাঙার চেষ্টা করছিল। আর প্রতিবাদের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল আকাশবাণীর ‘সন্ধিক্ষণ’ অনুষ্ঠান। কিন্তু অনেক মানুষের ট্যাবু ভাঙলেও সবার চোখ খুললো না, ভুল ভাঙলো না, শেষপর্যন্ত একদিন বন্ধ করতে হল অনুষ্ঠান। লেখক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করলেন এখানে। যে অনিকেত সমকামী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে, তাদের প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হয়েছে, ব্যক্তিগত উদ্যোগ ভিন্নতর যৌন-প্রান্তিক মানুষদের সম্পর্কে জেনেছে, সহজ মেলামেশা করেছে, সেই অনিকেতই আবার ব্যক্তিগত পরিসরে দু’পা পিছিয়ে থেকেছে। তার বাড়ির কাজের মহিলার ছেলে দুলাল যখন হিজড়ে হয়ে যায়, এইডস রোগে আক্রান্ত হয় তখন সাধ্যমত সাহায্য করলেও পুরোপুরি মানসিকভাবে পাশে দাঁড়াতে পারেনি অনিকেত। মাঝে মাঝেই সে তার নিজের তৈরি আদর্শ, ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল- এই দুলালের অনাথ ছেলে মন্টুকে নিজের কাছে রাখলেও মন্টুর সমকামিতার কথা জানা মাত্রই তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয় অনিকেত। অথচ সমকাম নিয়ে সে হাটে-বাজারে অনেক বক্তৃতাই দেওয়ার power রাখে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই অনিকেত তার গ্রাম্য বান্ধবী মঞ্জুর ছেলে পরিমলের সমকাম নিয়ে বিচলিত না থাকলেও পুরোপুরি মন থেকে মানতে পারত না। কিন্তু সেই পরিমল যখন নামকরা ফ্যাশন ডিজাইনার হল, তখন কিন্তু তাকে নিজের মেয়ের মতো ভাবতে সমস্যা হল না প্রায়। পরিমল জৈবিক পুরুষ থেকে নারী হয়েছিল ব্রেস্ট অগমেন্টেশন ও আইনিভাবে নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে। পরী নামের সেই মেয়ের বিয়েও হয় অনিকেতের বাড়িতে। অথচ মন্টুকে পুত্রের পরিচয় না হোক - গৃহ পরিচারকের পরিচয়টুকুও দিয়ে পিছপা হয়েছিল অনিকেত। কারণ মন্টুর আচরণে সমকামের নানা বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল। অনিকেত তখন মন্টুকে তার বন্ধু পুত্র হত্যাকারী বিকাশের বাড়িতে কাজের লোক হিসেবে পাঠায়। পরে যখন জানতে পারে বিকাশ মন্টুর (কিশোর বয়স) সাথে পায়ুসঙ্গম এমনকি মুখসঙ্গমও করে। মন্টুর গনোরিয়াও হয়েছে সেই কারণে, তবুও মন্টুর ওষুধপাতির ব্যবস্থা করার উর্ধ্বৈ কিছুই করতে পারে না অনিকেত। আনতে পারে না নিজের বাড়িতে, বলতে পারে না শুল্লাকে, পাঠাতে পারে না অন্যত্র; শেষপর্যন্ত যৌনব্যভিচারে মারা যায় মন্টু। মন্টুর যৌন চেতনা সঠিক কী তাও জানা যায়নি। তবুও সমকামী রূপে সাব্যস্ত মন্টুর জায়গা হয়নি অনিকেতের কাছে।

মন্টু জায়গা পেল না। পরিমল ওরফে পরি জায়গা পেল। একটু ভুল বলা হল - পরি জায়গা করে নিল। কিভাবে? কারণ, পরি তার লড়াইটায় জিতে গিয়েছিল। তাই পাশে পেল অনিকেতকে। লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী মধ্যবিত্তের এই টানাপোড়েনকে সুস্পষ্ট করলেন অনিকেত চরিত্রের মাধ্যমে। যে মুখে যতই আদর্শ দেখানো হোক না কেন, সময় হলেই বোঝা যায় যে, বাস্তব কতটা কঠিন। উপন্যাসের প্রথম থেকেই যে অনিকেতকে সবচেয়ে সমাজ ও সময় সচেতন, প্রগতিশীল মনে হয়েছিল, সেই অনিকেতই সময় বিশেষে বদলে গেছে ব্যক্তিগত পরিসরে। জানতে বা বুঝতে পারেনি কেউ। বদলে যায়নি তার ইমেজ অথচ তার ভিতরকার দ্বন্দ্বগুলিকে লেখক তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন সঠিকভাবে। ফলত পাঠকের কাছে বিষয়টি অনেক বেশি গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। যৌন প্রান্তিক মানুষের প্রতি বিষমকামে বিশ্বাসী মানুষের হিংসাপরায়ণতা, হিংস্রতার ইতিবৃত্ত আমরা জানি। কিন্তু যৌনপ্রান্তিক মানুষের পাশে থাকা মানুষগুলোও যে বাস্তবে কতটা এবং কিভাবে পাশে থাকতে পারে তার সহজলভ্য নমুনা তৈরী করেছেন লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী। এখানেই তার গল্প বুননের প্রথম সার্থকতা।

লেখকের আরো বড়ো সার্থকতা তিনি তার উপন্যাসের আখ্যানের মাধ্যমে যেমন যৌনতা সম্পর্কিত মানুষের ট্যাবুকে ভাঙার প্রবল চেষ্টা করেছেন তেমনি যৌনতার নানা দিক তিনি তুলে ধরেছেন। লেখক দেখালেন-



প্রথমত, মানুষের জৈবিক লিঙ্গ বা সেক্স শুধুমাত্র নারী, পুরুষ- এই দুই গভীতে সীমাবদ্ধ নয়। সেখানে হিজড়া, অন্তর্বর্তী, রূপান্তরিত প্রমুখ মানুষ আছে।

দ্বিতীয়ত, জৈবিক লিঙ্গ বা সেক্স যেমন নানা ধরণের তেমনি, তার ওপর নির্ভরশীল সামাজিক লিঙ্গও আছে নানা ধরণের। জৈবিক লিঙ্গের ভিন্নতা ও অভিন্নতা সত্ত্বেও জৈবিক লিঙ্গ বা জন্মগত যৌনচিহ্ন নির্ভর সমাজনির্ধারিত আচার, আচরণ, সাজ-পোশাকের ওপর নির্ধারিত প্রথাগত নিয়মেরও নানা ব্যতিক্রম আছে। অর্থাৎ সামাজিক লিঙ্গ বা জেন্ডারও নানাবিধ।

লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী আরো দেখিয়েছেন যে,

Sex : মানুষের জন্মগত পরিচয় হলেও আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের যুগে তা পরিবর্তনসাধ্য। অর্থাৎ অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে শরীর বা sex বা জন্মগত যৌনচিহ্ন পরিবর্তন সম্ভব।

Gender : মানুষের বাহ্যিক পরিচয় হলেও তা পরিবর্তনশীল। যেমন ধরা যাক বিপরীত সজ্জাকামী মানুষ। যারা শরীরে মেয়ে কিন্তু পোশাক পুরুষের মত পরে। যেমন- এই উপন্যাসের আইভি চরিত্রটি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কোন পোশাকটি কে পরবে আর কেনই বা পরবে, সেটা নির্বাচনের দ্বায়িত্ব কার? যে পরবে তার? নাকি সে বিষয়টি অন্যের ওপর চাপিয়ে দেবে তার? তবুও আমরা ধরে নিচ্ছি যে, পুরুষের সাধারণত যে পোশাক পরে, তা যদি কোন মেয়ে পরে তবে তাকে cross dresser বা বিপরীত সজ্জাকামী বলা হয়। সাজ-পোশাক-আচরণ সহজে পরিবর্তন করা যায় কারণ তা জন্মগত নয় কিন্তু sex যদি পরিবর্তনশীল হয়, তবে gender অবশ্যই পরিবর্তনশীল।

এখন সমস্যা হল sex এবং জেন্ডার কোনটাই যদি স্থিতিশীল না হয়, তবে তো sex ও gender নির্ভর (নির্ভর বলে ধরা হয় কিন্তু আদৌ তা নয়) যৌনতা -ও তো পরিবর্তনশীল।

Sex ও gender নিয়ে একটু তাত্ত্বিক আলোচনা করা যাক।

Sex- যেহেতু জন্মগত তাই একে ‘প্রাকৃতিক’, ‘প্রকৃতিদত্ত’ বা ‘প্রকৃতি’ (তাহলে অবশিষ্ট যা কিছু তাদের ‘বিকৃতি’ বলে দিতে সুবিধা হত বিষমকামে বিশ্বাসী মানুষের) বলে মনে করা হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, কোন মানুষের যৌনাঙ্গ কিভাবে নির্ধারিত হয়? কে বলে দেবে, কোন যৌনাঙ্গ নারীর আর কোন যৌনাঙ্গ পুরুষের? Shirley Chisholm বলেছেন,

“The emotional, sexual and psychological stereotyping of females begins when the doctor says, ‘It’s a girl.’”⁶

ডাক্তার প্রথমে জানায় কে ছেলে কে মেয়ে। আমরা ধরে নি, এটাই প্রকৃতি। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্ট কোন Intersex বা অন্তর্বর্তী যৌনাঙ্গের মানুষ জন্ম নিলে ডাক্তার প্রথমে যদি বলে মেয়ে কিন্তু পরে যদি তার শরীরে ছেলের বৈশিষ্ট্য বেশি দেখা যায় তবে তাকে প্রথমে মেয়ে সাজিয়ে রাখারই চেষ্টা করা হয় এবং শেষপর্যন্ত মনে করা হয় সে হিজড়ে। তারপর অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ‘ঠিক’ করে (অর্থাৎ যে কোনো একটা লিঙ্গ কাঠামোতে তাকে পুরে দেওয়া হয়) ‘ছেলে’ বা ‘মেয়ে’-র কোন একটা বানানো হয়। (এর মাধ্যমেও আসলে তাদের বিষমকামী মানুষের ছকে ফেলার চেষ্টা করা হয়) তাহলে অন্তর্বর্তী মানুষের যৌনাঙ্গকেও প্রকৃত বলা উচিত, তাদের বিকৃতি বলা যায় না, কেননা তা জন্মগত। উপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, sex জন্মসূত্রে প্রাপ্ত হলেও তা মৃত্যু পর্যন্ত স্থির নয়, পরিবর্তনশীল। আর ‘প্রকৃত’ আর ‘বিকৃত’ বলে কিছুই হয় না।

এবার সামাজিক লিঙ্গের এর কথায় আসি। Simone de Beauvoir তার ‘Second Sex’ (1949 সালে প্রকাশিত) বইয়ের দ্বিতীয় খন্ডে লিখেছেন, “[one] is not born a woman, but rather becomes one.”⁷ আমরা ‘নারী’ হয়ে জন্মাই না, ‘নারী’ হয়ে উঠি। কিন্তু আমাদের ‘নারী’ হয়ে ওঠা হয় না কখনও কারণ পু-জ্ঞানতত্ত্বগুলো আমাদের অস্তিত্ব-কল্পনাকে অধিকার করে রাখে। তা সত্ত্বেও এই ‘নারী’ হয়ে ওঠার চেষ্টা (যদিও তা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের একটি মডেল মাত্র) কেই বলা হচ্ছে ; যা Gender বা সমাজ নির্ধারিত ছকে বাঁধা জীবনের রূপরেখা বা সামাজিক লিঙ্গ। Sex এবং Gender যে পৃথক এই ধারণাটি প্রথম গড়ে তোলেন Simone de Beauvoir। তাঁর মূল বক্তব্য হল - Sex বা জৈবিক



লিঙ্গ হল 'Biological' আর Gender বা সামাজিক লিঙ্গ হল 'Social and Cultural construction by patriarchal society'। কিন্তু Judith Butler বলেন,

“If the immutable character of sex is contested, perhaps this construct called ‘sex’ is as culturally constructed as gender; indeed, perhaps it was always already gender, with the consequence that the distinction between sex and gender turns out to be no distinction at all.”^a

তিনি আরো বলেছেন,

“As a result, gender is not to culture as sex is to nature; gender is also the discursive/ cultural means by which ‘sexed nature’ or ‘a natural sex’ in produced and established as ‘prediscursive’, prior to culture, a politically natural surface on which culture acts.”^b

অর্থাৎ বলা যায় যে,

“Masculine and Feminine roles are not biologically fixed but socially constructed' Masculine.”^b

স্বপ্নময় চক্রবর্তী তাঁর 'হলদে গোলাপ' উপন্যাসে এই বিষয়টি খুব সুন্দর করে তুলে ধরেছেন পরিমল নামক চরিত্রের মধ্য দিয়ে। পরিমল sex বা জৈবিক লিঙ্গ পুরুষ। সে সামাজিক লিঙ্গ বা Gender-এ নারী। সে জৈবিক লিঙ্গেও নারী হতে চায়। সে সেভাবেই নিজেকে মানসিক ও সামাজিকভাবে প্রস্তুত করতে থাকে। বাংলা অনার্স নিয়ে পড়া সাদামাটা ছেলে পরিমল একদিন 'ইনস্টিটিউট অফ ফ্যাশন টেকনোলজি'-তে তিন বছরের কোর্স শেষে 'পিককস টেল ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড' এর পপুলার ফ্যাশন ডিজাইনার হয়। তারপর নিজের আয়ে ব্রেস্ট সার্জারির মাধ্যমে সে জৈবিক লিঙ্গ বা sex টা ধীরে ধীরে পরিবর্তনের দিকে পা বাড়ায়। পরিমল হয় পরি। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা তাকে ব্যক্তি স্বাধীনতা উপভোগের অবাধ সুযোগ এনে দেয়। সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য পরির আগেই মানবী হয়েছে একইভাবে। দুজনের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মাধ্যমে পাওয়া ক্ষমতায়ণ তাদের জৈবিক লিঙ্গকে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ এনে দিয়েছে।

কিন্তু সবক্ষেত্রে তেমনটা নাও যে হতে পারে তার উদাহরণ লেখক তৈরী করেছেন পাশাপাশি। পরির বন্ধু হিসেবে তিনি তৈরী করলেন তৃপ্তি নামক একটি চরিত্র। তৃপ্তি জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অ্যাথলেট। রেলের বড়ো কর্মচারী। সে বাইরে নারী ভিতরে পুরুষের মত। তৃপ্তি ছিল অন্তর্ভুক্ত। খেলার কোচের নির্দেশে অজ্ঞাতসারে অনেক সময় ধরে টেস্টেস্টেরন নিয়ে সে জাগিয়ে তুলেছে তার পেটের ভিতরের সুপ্ত অশুকোষ। তার বর্ধিত ক্লিটোরিসকে মনে হয় ক্ষুদ্র পেনিস। 'পাবলিক কনফিউসড' তৃপ্তি 'লেসবিয়ান না হিজড়ে? অ্যাথলেট পরিচয়টা কোন কিছু না।' খেলোয়াড় হিসেবে যতটা স্বীকৃতি তৃপ্তি পায়নি যৌনতা ও লিঙ্গ পরিচয়ের সংকট তাকে তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি মানুষের মনোযোগ আদায় করে দিয়েছে মিডিয়ার প্রচারে। তৃপ্তি আর পরি কলেজের বন্ধু। তাদের একজন তখন জৈবিক লিঙ্গে পুরুষ, সামাজিক লিঙ্গে নারী (পরিমল/পরি) অপরজন জৈবিক লিঙ্গে নারী, সামাজিক লিঙ্গে পুরুষ (তৃপ্তি)। দুজনে মিলে তারা 'পরি তৃপ্তি'। এখানেও দেখা যায় জেন্ডারের মত sex ও নিমেষে বদলে গেছে।

জৈবিক লিঙ্গ যে পরিবর্তনশীল তার আরো উদাহরণ এই উপন্যাসেই খুঁজে পাওয়া যায়। জৈবিক লিঙ্গে পুরুষ ('সক্ষম পুরুষ'ও বলা যেতে পারে কারণ, তার নিজ ঔরসজাত সন্তান ছিল) দুলাল মাঝে মাঝে যাত্রাদলে মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করত। তারপর একদিন তার মনে বাসা বাঁধলো এক নারী। মেয়েদের সাজার জিনিস বিক্রি করতে করতে বিকিয়ে গেল তার মন। চলে গেল হিজড়েদের খোলে। কর্তন করল নিজ পুরুষাঙ্গ। কিন্তু দুঃখের বিষয় তার কর্তিত পুরুষাঙ্গের ক্ষতস্থানটি শুকাল না আর। হিজড়ে খোলে অনেকের সাথে সহবাসের ফলে তার হল এইডস। অবশেষে মৃত্যু হল দুলালের। মৃত্যুর পূর্বে সে কিছুকাল নিজের মায়ের কাছে ফিরে এসেছিল। তার ছেলে মন্টুকু বলেছিল তাকে 'মা' বলে ডাকতে। মন্টুকু কখনো ডাকেনি। একবার ডেকেছিল শেষ বারের মত, যখন তার মা চিতায়। ছেলে হয়ে জন্মে, কিছুকাল হিজড়ে হয়ে থেকে, শেষে মেয়ে হয়ে মারা গেল দুলাল। (যদিও হিজড়েরা নিজেদের মেয়ে ভাবে মনে মনে, কিন্তু সমাজের মূলস্রোত হিজড়ে আর মেয়ে দুজনকে পৃথক ভাবে, যারা তথাকথিত মেয়ে [জৈবিক ও সামাজিক লিঙ্গে] তারা হিজড়েদের সমগোত্রীয় ভাবেতে পারে না।) দুলাল ও জৈবিক লিঙ্গ বদলে ফেলেছিল সহজেই। কিন্তু এই ভাবে লিঙ্গ কর্তনের মাধ্যমে হিজড়ে হওয়াটা



শাস্তিযোগ্য অপরাধ ভারতীয় আইনে। তাই অবৈজ্ঞানিক ভাবে পুরুষাঙ্গ কাটতে গিয়ে বিপদের সম্মুখীন হয় হাজার হাজার মানুষ। তাদের মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণ অবৈজ্ঞানিক শল্যচিকিৎসা হলেও প্রকৃত কারণ হল লিঙ্গ চেতনা। তারা তাদের জৈবিক লিঙ্গকে পছন্দ করে না বলেই তা পরিবর্তন করতে চায়। কিন্তু বিষমকামী পিতৃতান্ত্রিক সমাজ তাদের মান্যতা দিতে নারাজ। তাই তারা লোকচক্ষুর আড়ালে যায়, লোকসমাজ থেকে দূরে যায় (এখানে লোকসমাজ বলতে পিতৃতান্ত্রিক বিষমকামী সমাজের মূলস্রোতকে বোঝানো হয়েছে)। এই সমাজের বাইরে হিজড়েরা অন্য একটি সমাজ গঠন করে সমমানসিকতা সম্পন্ন কিছু মানুষ নিয়ে। হিজড়েরদের এই সমাজ গঠন মূলত বিষমকামী ধারণার ভিত্তিতে আঘাত করে। এভাবেই তারা জৈবিক লিঙ্গ ও সামাজিক লিঙ্গ নির্মাণের পিতৃতান্ত্রিক বিষমকামী কাঠামোর বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানায়।

উপরের উদাহরণ থেকে বোঝা গেল যে, জৈবিক লিঙ্গ ও সামাজিক লিঙ্গ পরিবর্তনশীল এবং তা সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবে আরোপিত। এই ধারণার মূলে আছে পিতৃতান্ত্রিক বিষমকামী সমাজব্যবস্থা। পিতৃতন্ত্র বিষমকামীকে প্রধান ও একমাত্র যৌনতা বলে ভাবতে চায় ও মান্যতা দেয়। তার কারণ বিষমকামী যৌন সম্পর্ক সন্তান সন্তান উৎপাদনশীল। আর ব্যক্তির সন্তান উৎপাদন প্রয়োজন শ্রমের প্রয়োজনে। তার চেয়ে বড়ো কথা হল পরিবারের প্রয়োজন। ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকলে নারী পাবে তার ওপর চাপানো সব দায়িত্ব অর্থাৎ দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি।

Friedrich Engels বলেছেন,

“The emancipation of woman will only be possible when woman can take part in production on a large, social scale, and domestic work no longer claims anything but an insignificant amount of her time.”²⁰

তিনি আরো বলেছেন,

“The slave fees himself when, of all the relations of private property, he abolishes only the relation of slavery and thereby becomes a proletarian; the proletarian can free himself only by abolishing private property in general.”²¹

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ তাই শ্রেণী শোষণের জন্য নারীপুরুষ ভিন্ন আর কোন লিঙ্গের মানুষকে প্রাধান্য দিতে চায় না। আর এই না চাওয়া যৌনতার জন্যও।

এবার আসি যৌনতা -র কথায়। ‘হলদে গোলাপ’ উপন্যাসে যৌনতা-র পরিভাষা বিষমকামী যে যৌনতার একমাত্র পরিভাষা নয় তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি যৌনতা নিয়ে কোন গোঁড়ামিকে প্রশয় দেননি। তিনি সমকামিতা, রূপান্তরকামিতা, উভকামিতা-র সার্থক উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। উদাহরণ সহযোগে তা দেখানো হবে। কিন্তু তার আগে জানা যাক; Judith Butler-কী বলেছেন যৌনতা নিয়ে-

“A man who reads effeminate may well be consistently heterosexual , and another one might be gay. We can't read যৌনতা off of gender.”²²

জেভার বা সামাজিক লিঙ্গ দিয়ে যৌনতা টা কে যেমন চিহ্নিত করা যায়না। ঠিক তেমনই sex বা জৈবিক লিঙ্গ দিয়েও যৌনতাকে চিহ্নিত করা যায় না। যে বিষয়ে Caitlyn Jenner-র বক্তব্য বিষয়টি সহজ করে তোলে -

“Sexuality is who you are personally attracted to... But gender identity is who you are in your soul.”²³

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, যৌনতা জেভারের ওপর নির্ভরশীল নয়। তাই বলা যায় না যে, কে heterosexual? আর কে gay বা lesbian? কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ (বিষমকামী মানুষ) যৌনতা বলতে শুধুমাত্র Heterosexuality কেই বোঝে। যেমন - এই উপন্যাসের একটি চরিত্র পরিমলের মা মঞ্জু। সে দুশিস্তাগ্রস্থ হয়ে অনিকেতকে জানায় তার ছেলে সমকামী। মঞ্জু তার ছেলেকে মনে করতে থাকে মানসিক রোগী। অনিকেত পরিমলের মাকে নানাভাবে বোঝাতে চায় যে এটা কোন মানসিক রোগ নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, Sigmund Freud ১৯৩৫ সালে একটি চিঠিতে একজন আমেরিকান মহিলাকে জানিয়েছিলেন যে, ভদ্রমহিলার ছেলে সমকামী হলেও অসুস্থ নয়-



“Homosexuality is assuredly no advantage, but it is nothing to be ashamed. no vice, no degradation, it cannot be classified as an illness.” – Letter to an American mother's plea to cure her son's homosexuality (1935).³⁸

উপন্যাসে পরিমলের মায়ের এই ভাবনাকে বদলাতে সক্ষম হন স্বপ্নময় চক্রবর্তী। পরিমল মায়ের আবেগে চিঠিতে তার শেষ ইচ্ছে জানায়- “ও যেন সবাইকে দেখিয়ে দিতে পারে মেয়েলি ছেলে হয়েও বড় হওয়া যায়।” (পৃ: 431) মায়ের আত্মহত্যার পর LIC-র টাকায় পড়াশুনো চালায় পরিমল। সে মনে মনে নিজেকে মেয়ে ভাবত, যদিও জৈবিক লিঙ্গে সে ছিল ছেলে। অরুপদাকে ভালোবাসত সে, তাদের মধ্যকার সম্পর্ক সমকামী হলেও অরুপদা ছিল আচরণগত সমকামী; তাই পরে সে একটি মেয়ের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্কে লিপ্ত হয়। অর্থাৎ তখন সে হয় উভকামী। কিন্তু পরিমল প্রথম থেকেই রূপান্তরকামী; পরে সে চয়ন নামক একজন বন্ধুর সাথে মেলামেশা শুরু করে। চয়ন ছিল সিসজেভার গে বা জন্মগত সমকামী তার যৌন-সঙ্গী পরিমল ট্রান্সজেভার গে। পরিমলের রূপান্তরিত হওয়ার পর, অর্থাৎ নারী হয়ে যাওয়ার পর চয়ন ও পরিমল সম্পর্কটি হয় বিষমকামী। সেই অর্থে চয়নও তখন বিষমকামী।

যৌনতার নানা মাত্রা যে নিয়ত পরিবর্তনশীল, স্বপ্নময় চক্রবর্তী এ উপন্যাসে তা নিখুঁতভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। উদাহরণটি প্রত্যক্ষ করা যাক-

“বার্থ সার্টিফিকেট অনুযায়ী তৃপ্তি মেয়ে, পরি ছেলে, সুতরাং এটা হেট্রোসেক্সুয়াল। আবার পরি ওর সার্টিফিকেট মানে না। ও ওরিয়েন্টেশন-এ মেয়ে। নিজেকে মেয়ে ভাবে। সুতরাং তৃপ্তির সাথে ঐ আলিঙ্গন ‘সাফো আলিঙ্গন’। লেসবিয়ান। আবার পরি লিঙ্গগত চিহ্নে পুরুষ, আবার তৃপ্তি নিজেকে ‘পুরুষ’ ভাবে। ওর পুংলিঙ্গটি নেই, বানাতে চায়। তৃপ্তিও মনে মনে পুরুষ। সুতরাং পরিমল সঙ্গে তৃপ্তির এই আলিঙ্গন ‘সাদামিক’। ‘হোমো সেক্সুয়াল’। আবার তৃপ্তি যদি মানসিকভাবে পুরুষ হয়, পরি মানসিকভাবে নারী। সুতরাং এটা হেট্রোসেক্সুয়াল অ্যান্ড।”³⁹

আসলে কে কতটা গে, কতটা ট্রান্সভার্স, কতটা ট্রান্সজেভার, কতটা বিপরীত সজ্জাকামী, কতটা লিঙ্গ রূপান্তরকামী- তার কোনও মাপকাঠি নেই। যদি কিনসের স্কেল বলে দিতে পারে সে সমকামী, কে বিষমকামী; কিন্তু সে তো আচরণগত দিক থেকে পরিমাপ, মনোজগতের পরিমাপ কি সম্ভব এভাবে? জানি না।

দুলাল বিষমকামী। তার বিয়ে হয়, তারপর সে হিজড়ে হয়ে যায়, তখন সে সমকামী এবং শেষে লিঙ্গচ্ছেদের পর সে হয় নারী। তখন সে আবার বিষমকামী। দুলালের ছেলেকে আচরণগত সমকামী বলা গেলেও, জানা যায় না তা ইচ্ছেকৃত নাকি অনিচ্ছাকৃত। দুলালের ছেলে মন্টুর সাথে যার শারীরিক সম্পর্ক ছিল বলে প্রমাণিত সে বিকাশ। বয়সে সে অনেক বড়ো মন্টুর চেয়ে। বিকাশ হয়ত পিডোফিল বা শিশুকামী। কিন্তু একই সাথে দেখা যায় সে বিষমকামী এবং বহুকামী; বহু নারীর সাথে তার যৌন সম্পর্ক ছিল। মন্টুর সাথে সহবাসের সময় সে মন্টুকে শাড়ি পরিয়েছিল। নাকি মন্টু নিজে পরেছিল তা জানা যায় না। মন্টুর যৌনতা রয়ে যায় অজ্ঞাত। এভাবে সমগ্র আখ্যান জুড়েই নানা ধরনের যৌনতার ছবি আমাদের এই অবস্থানে পৌঁছে দেয় যে, যৌনতা জৈবিক লিঙ্গ বা সামাজিক লিঙ্গ সাপেক্ষ নয়। নানা মাত্রা আছে যৌনতার। অনেকে মনে করেন যে, যে কোন যৌনতাতেই বিষমকামের ছাপ থাকে। যেমন- নিজের ওপর নিজের নজরদারি করাটা কখনো কখনো নিজেকেই Panopticon করে তোলে, তেমনি কখনো কখনো মনে হয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বিষমকামী সম্পর্ককে দেখতে দেখতে অন্য যৌনতাতেও বিষমকামের অনুকরণ হয়ে যায়। তা যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত কেননা, অন্য যৌনতাতেও যদি বিষমকামের ছায়া পড়ে তবে তা আর অন্য যৌনতা থাকে না। Alice Walker-র একটি উক্তি দিয়ে প্রসঙ্গটি সমাপ্ত করা যেতে পারে-

“Sexuality is one of the way that we become enlightened, actually, because it leads us to self-knowledge.”⁴⁰

বিষমকামকে বাদ দিয়ে যত ধরনের বৈচিত্রপূর্ণ জৈবিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক লিঙ্গের মানুষকে দেখা যায়, তাদের সকলকে একত্রে ‘ভিন্নতর প্রান্তিক লিঙ্গ’ নামে চিহ্নিত করে দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায় সর্বত্র। আর জৈবিক নারী ও জৈবিক পুরুষের সন্তান উৎপাদনশীল যৌনতা ছাড়া অন্য যৌনতার মানুষগুলোকে ‘ভিন্নতর প্রান্তিক লিঙ্গ’ বলে দেওয়ারও একটা প্রবণতা থাকে। আর এই ভিন্নতর যৌনতার মানুষের জীবনে ঘটে চলে নানা ধরনের হিংসা-হানাহানি-অধিকার হনন।



ফলত তারা প্রান্তিক হতে হতে কখনো কখনো মৃত্যুর কোলেও আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু স্বপ্নময় চক্রবর্তী তার উপন্যাসে এই মানুষদের অস্তিত্বের সংকটকে তুলে ধরলেও তাদের জীবনসংগ্রামে হারিয়ে দেননি। জয়ী হওয়ার গল্প বলেছেন তিনি। এই সব সংগ্রামী মানুষদের অস্তিত্বের সংকটকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে-

- ১। মানসিক সংকট
- ২। সমাজ-রাজনৈতিক শোষণ
- ৩। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব।

ভিন্নতর যৌন প্রান্তিক মানুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যে কত কঠিন তা শুধুমাত্র তারাই জানেন। তার ওপর যদি অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা থাকে তবে তো মহা বিপদ। পরিমল, যাকে উপন্যাসের শেষে লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী জয়ী হিসেবে চিহ্নিত করতে পেরেছেন; সে প্রথমে তার মায়ের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। বন্ধুহলে তাকে নিয়ে চলত হাসাহাসি, কটুক্তি। এমনকি তা থেকে তার কবিসত্ত্বটিও আহত হতে বাদ পড়েনি। আত্মীয়, অনাত্মীয়, প্রতিবেশী, লোকালয়, বিজন এলাকা কোথাও সে আঘাত পেতে বাধা পায়জিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পরিমল একজন ‘মেয়েলি পুরুষ’ হিসেবে চিহ্নিত। জৈবিক লিঙ্গে পুংলিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হলেও সামাজিক লিঙ্গে সে নিম্নশ্রেণীর (নারী)। তাই পুরুষ তাকে সমগোত্রীয় ভাবে না, নারীও না (কারণ নারী দেখে পরিমল জৈবিক লিঙ্গে ‘নারী’ নয়)। কিন্তু সে উচ্চশিক্ষার দাবীদার। খোলে গিয়ে সে ছল্লা করতে পারে না। তাই হিজড়েরাও তাকে আপন ভাবে না। ফলত, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত ভিন্নতর প্রান্তিক লিঙ্গের মানুষের মাঝে তে তার স্থান। কিন্তু সেখানেও উচ্চবিত্তের বেশি প্রতিপত্তি। ফলে মানসিক টানাপোড়েন দিনে দিনে বাড়তে থাকে। পরি ফ্যাশন ডিজাইনার হলে সমাজ তাকে মেনে নিল। কিন্তু দুলালদের জায়গা হয় না এখানে। হিজড়ে খোলে জায়গা পেলেও হিজড়েরদের সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল অপেক্ষা অবহেলা অনেক বেশি। পুলিশও তাদের যৌন হেনস্থা করতে ছাড়ে না। ধনী হোক বা দরিদ্র, গ্রাম হোক বা শহর, যৌনপরিচয় তো পরে; লিঙ্গপরিচয়ই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে প্রধান আলোচ্য বিষয়। পরি ও দুলাল উপরোক্ত দুটি বিষয়ে বিপরীত হলেও যৌন হেনস্থা, মানসিক টানাপোড়েনের জায়গা থেকে তারা সমান যন্ত্রনাভোগী।

ভিন্নতর প্রান্তিক লিঙ্গের মানুষ যেহেতু সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচার সুযোগ পায় না, তাই তাদের ওপর ঘটে চলে নানা ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপ। শিক্ষাস্থলে, কর্মস্থলে, রাস্তা-ঘাটে তারা অহরহ খারাপ কথা, খারাপ ইঙ্গিত শুনতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। বুক ফাটে, কখনো মুখ ফোটে, কখনো মুখ ফোটে না। ভালো মানুষের মুখোশের আড়ালে থাকে লোভী, কামুক, শোষকের প্রকৃত রূপ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য Michael Foucault এত বিখ্যাত উক্তি,

“Where there is power, there is resistance.”^{১৭}

কিন্তু থাকলেই সবসময় প্রতিরোধ নাও থাকতে পারে। আমরা ক্ষমতা বলতে মূলত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কেই সহজে বুঝি। কিন্তু তাও কি অপেক্ষাকৃত বেশি ক্ষমতাসালী মানুষ কম ক্ষমতাসালী মানুষকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে দেয়? হয়তো সবসময় দেয় না। প্রতিটি মানুষের ভালোভাবে বাঁচার জন্য Martha C. Nussbaum যে,

“‘Ten Capability Approach’ এর কথা বলেছেন, ‘(Life, Bodily health, Bodily integrity, [sense, imagination, thought], emotions, Practical reason, Affiliation, Other species, Play, Control over one’s environment, [political, Material]).’”^{১৮}

তা একজন সাধারণ মানুষই পায় না। তার যৌনপ্রান্তিক অবহেলিত মানুষেরা তো এর ধারেকাছেই ঘেঁষতে পারে না। তার কারণ রাষ্ট্র এত সুবিধা মানুষকে দেবে না। সে কিছু সুযোগ দেবে আর অনেকটা সুযোগের লোভ দেখিয়ে শ্রমিক শ্রেণীকে নিয়ন্ত্রণ করবে। সে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ power নিজের হাতে রেখে শোষণ চালাবে আভ্যন্তরীণ পথে। Foucault এর Bio power ও তেমনই একটি ব্যবস্থার ইঙ্গিত দেয়-

“Biopower is literally having power over other bodies, an explosion of numerous and diverse techniques for achieving the subjugation of bodies and the control of population.”^{১৯}

একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টির ভিতরে প্রবেশ করা যেতে পারে। পরিমল পরি হয়ে এল। তার বিয়ে হবে। রাষ্ট্র সমকামী, রূপান্তরকামীদের মেনে নিল না, বরং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার টোপ দিয়ে তাদের ‘পরিবার’ নামক রাষ্ট্রীয় এককের



ছকে বেঁধে দিল। পরি-চয়ন সেটাই করল। তারা অন্য যৌনতার হলেও 'বিয়ে' নামক 'প্রতিষ্ঠান' তাদের সম্পর্ককে 'বিষমকামী' সম্পর্কের ছকে ফেলে দিল। আর তখনই তাদের ভিন্নতর প্রান্তিক লিঙ্গের মানুষের (সমকামী ও রূপান্তরকামী) সম্পর্কের জন্য দীর্ঘকালীন লড়াইটা থেমে যায়। একটা সুযোগ দেবার নাম করে রাষ্ট্র ভিন্নতর প্রান্তিক লিঙ্গের মানুষকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে। একটি সহজ উদাহরণ- পরিকে গর্গ ধর্ষণ করে। বিয়ের উপহার আর চয়নের চাকরি দেবার অযুহাতে পরির অফিসের বস রূপান্তরিত পরিকে পরির অনিচ্ছা সত্ত্বেও যৌন হেনস্তা করল, ক্ষমতার অধিকারে পরিকে ধর্ষণ করল। গর্গ পরির মুখ বাঁধল না, কিন্তু গর্গ জানে পরি একথা কাউকে বলতে পারবে না, কারণ পরি শ্রমিক, গর্গ মালিক। পরি শোষিত, গর্গ শোষক। পরির স্বামী চয়নের চাকরি গর্গ এর হাতে। পরির চাকরিও গর্গের হাতে। পরি এই চাকরি ছেড়ে এখনি সমমানের চাকরি খুঁজে পাবে না সহজে, তার একমাত্র কারণ পরি ভিন্নতর প্রান্তিক লিঙ্গের মানুষ। গর্গ পরিকে লাঞ্চিত করল একটি মেয়ে ভেবেই। গর্গের এই ক্ষমতায়নের অপব্যবহার সহজলভ্য এখন। পরির এই অপমান এক নারীরই অপমান। পরি রূপান্তরিত নারী হলেও জন্মগত যৌনচিহ্নে নারী নয়। গর্গ পরী কে শারীরিক ও মানসিকভাবে যৌন হেনস্তা করে। আরও বলে,

“লাখনউ শহর গুলদস্তা লৌন্ডে মাহাঙ্গা, রেভি শস্তা। তোমার মত লোকের আমাদের এরিয়ায় খুব ডিমাল্ড আছে।”²⁰

কিন্তু এসবের কিছুই কাউকে বলতে পারে না পরি। এমনকি চয়নকেও না। পাছে চয়ন দুঃখ পায়।

চয়নের পছন্দকে মাথায় রেখে পরি নিজেকে সাজায়। চয়ন ও ভালোবাসে পরিকে। পরি যখন পড়াশোনার টাকা জোগাড় করতে এসকর্ট সার্ভিসে যায়। তখন চয়ন নিজের হাতে মুছিয়ে দিয়েছে পরির পায়ুমেথুনের রক্ত। পরি আর চয়নের যৌনতা শুধুমাত্র শরীরের নয়। মনেরই।

“Sexuality shouldn't define anyone. It doesn't define me. Love should be at the core of what you do.”²¹

তবু পরির মনে ভয় থাকে। চয়নও যদি কোনদিন অরূপদার মত চলে যায়। (পরির হাতে পড়ে যায় পূজা নামের এক মেয়ের মেসেজ; যা চয়নকে পাঠিয়েছিল পূজা, সেই মেসেজে বিশ্বাসভঙ্গের আভাস পেয়েছিল পরি)। তবুও আশা রাখে পরি, তেমনটা তো নাও হতে পারে। চয়ন হয়ত তাকে ছেড়ে যাবে না।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি বিষয়, গর্গের একটি উদ্ধৃতি থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয় যে, লখনউ শহরে পুরুষ যৌনকর্মীর চাহিদা আছে। সেখানে ভিন্নতর যৌনতার জন্য খোলা বাজারও আছে। অর্থাৎ বিষমকামী মানুষের অন্য যৌনতার প্রতি প্রচলিত নিষেধাজ্ঞা লখনউ শহরে নেই। সেখানে পুরুষের সমকামিতা প্রকাশ্য এবং দুর্মূল্যও বটে। ভিন্নতর প্রান্তিক লিঙ্গের মানুষদের দুঃখ দুর্দশার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছে, চলবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাদের মধ্যে নিরন্তর চলতে থাকে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব।

সমস্যাটি দুই ধরনের -

১. রূপান্তরিতরা নারী হয়ে যাবার পর নিজেকে নারী ভাবতে থাকে। জৈবিক লিঙ্গের নারীরা কিন্তু তাদের প্রকৃত নারী ভাবতে পারে না। আর সামাজিক লিঙ্গের নারীরা (রূপান্তরিত নারীদের কথা বলছি) রূপান্তরকামী নারীদের সমগোত্রীয় করতে পারে না। ফলত তারা নিজেরাই নিজেদেরকে পৃথক, একা করে তোলে।

২. “আচরণগত উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ ভেদ সর্বত্রই। এলজিবিটিদের দুটো বর্গ। উচ্চবর্গে এনজিও, সেমিনার, সংবিধান সংশোধন, আর নিম্নবর্গে হিজড়া, গুরুমা, লন্ডা, ঘাটু। উচ্চবর্গে এস আর এস, নিম্নবর্গে ছিন্মি।”²²

হলদে গোলাপ উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সেখানে যেসব মানুষের কথা বলা হয়েছে তারা শুধুমাত্র ধনী বা মধ্যবিত্ত নয়, সেখানে দরিদ্র মানুষ ও আছে। আর এইসব নিচেরতলার মানুষগুলোই সবচেয়ে খারাপ অবস্থার সম্মুখীন হয়। লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী ইচ্ছে করলে শুধুমাত্র পরিমল, মানবীদের গল্পও বলতে পারতেন। তাতে উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে বড়ো বেশি কাল্পনিক মনে হত। শুধু ধনী মানুষ আর রূপকথার পরীদের নিয়ে তো আর সমাজ নয়, সেখানে ধনী ও দরিদ্রের পারস্পরিক সহাবস্থান। লেখক সযত্নে উপন্যাসের আখ্যানেকে বাস্তব করে তুললেন নিম্নবিত্ত মানুষের কথা বলে। আখ্যানে যেমন পরি, মানবীর কথা আছে, তেমনই আছে দুলাল, মন্টুদের কথা। ভিন্নতর প্রান্তিক লিঙ্গের মানুষের মধ্যে যে একতার অভাব পরিলক্ষিত হয় তার একটা বড়ো কারণ হল, তাদের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো। যে মানুষেরা শুধুমাত্র শরীর,



লিঙ্গ, যৌনতার জন্য কোণঠাসা, তারা যদি আবার অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠী হয় তাহলে তাদের লড়াইটা আরো বৃহত্তর পর্যায়ে উন্নীত হয়। তখন লিঙ্গ-যৌনতার অধিকারের সাথে মিশে যায় শ্রেণী-সংগ্রাম। পরি বা মানবীদের লড়াই শুধুমাত্র যৌনতার অধিকারের লড়াই। কিন্তু দুলাল মনুদের লড়াই টা খেয়ে পরে বাঁচার লড়াই এর সাথে সমান্তরাল ভাবে চলতে থাকে। তাই যৌনপ্রান্তিক অথচ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষের লড়াইটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কঠিন হয়ে যায়। দুলালরা হয়ত অনেকসময় তাই যৌনতার অধিকারের লড়াইয়ে সামিল পারে না। ভিন্নতর প্রান্তিক লিঙ্গের মানুষের লড়াইটা তাই কখনো কখনো স্বল্পসংখ্যক মানুষের দাবি বলে মনে হয়। কিন্তু যারা প্রয়োজনমত খেতে পারে না, যাদের জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলিই পূরণ হয় না, তাদের যৌন-স্বাধীনতার বোধ থাকলেও, ব্যক্তিগত পরিসরে ক্রমাগত লড়াই করলেও মিছিল, মিটিং, সেমিনার, আন্দোলনে সামিল হওয়ার সুযোগ তাদের জীবনে কম ঘটে। তাই বলা যায়, যেকোন অধিকার লড়াইয়ের বীজ লুকিয়ে থাকে শ্রেণী বৈষম্যের মধ্যে। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত যৌনতার ক্ষেত্রেও নিম্নবিত্ত মানুষেরা সাধারণত বেশি লাঞ্ছনার শিকার হয়। তারা একইসাথে দুই ধরনের শোষণের শিকার হয়। ভিন্নতর প্রান্তিক লিঙ্গের মানুষও সেই শিকারের ব্যতিক্রম নয়। কেউ ব্রেস্ট সার্জারি করে কেউ আবার ন্যাকড়া গোজে বুকো। নিজেদের মধ্যে নানা পার্থক্য নিয়ে নিজেরাই অনেক সময় নিজেদের অপমান করে ফেলে। আর তথাকথিত ‘সভ্য’, ‘স্বাভাবিক’ মানুষেরা তো করেই। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হলে যদিও তা তাড়াতাড়ি মিটে যায় তবু তা এলজিবিটি সজ্জবদ্ধতার আন্দোলনে ফাটল ধরতে পারে। ফলত প্রান্তিক মানুষেরা আরো প্রান্তিক হতে শুরু করে। স্বপ্নময় চক্রবর্তীর বাস্তব তথ্য সমৃদ্ধ এই উপন্যাস একাধারে ‘ডকুমেন্টারি’ হয়ে উঠেছে ভিন্নতর প্রান্তিক লিঙ্গের মানুষের।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবী, হলদে গোলাপ - কথোপকথনে স্বপ্নময় চক্রবর্তী, অবমানব বইমেলা ২০১৬ সংখ্যা, পৃ. ২৩, ২৪
২. পাণ্ডা, বিশ্বজিৎ, যৌনতা ও বাংলা সাহিত্যের পালাবদল, পরশপাথর প্রকাশন, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ১০২
৩. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, হলদে গোলাপ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৭৩
৪. ঐ, পৃ. ৭৪
৫. Shirley, Chisholm, "Reported in anthology: Quatations and Saying of People of People of colour" (1973) by Walter B. Hoard, p. 36
৬. Beauvoir, S. (1949). *The Second Sex*, trans. and ed. By H.M. Parshley- London: Picador.
৭. Butler, J. 1990. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity* - New York: Routledge.
৮. ঐ
৯. ঐ
১০. Friedrich, Engels. *Origin of the Family, Private Property, and the State*. Penguin Classics, Ed. Eleanor Burke Leacock, International Publishers, 1972.
১১. ঐ
১২. Butler, J. 1990. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*- New York: Routledge.
১৩. Caitlyn Jenner. (n.d) BrainyQuote.com. Retrieved April 28, 2017, From Brainy Quote.com.website:
<http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/c/caitlynjen734109.html>
১৪. Sigmund Freud, "Letters of Sigmund Freud" Dover books on Biology, Psychology and



Medicine, Sigmund Freud, Ernst L. Freud Courier Corporation, 1992.

১৫. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, হলদে গোলাপ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৫৩৫

১৬. Alice Walker, The Color Purple, New York: Simon and Schuter, 1990.

১৭. Michel Foucault, The History Of Sexuality, New York: Pantheon Books, 1978, print.

১৮. Martha C. Nussbaum, Women and Development: The Capability Approach, Cambridge University Press, 2001.

১৯. Michel Foucault, The History Of Sexuality, New York: Pantheon Books, 1978.

২০. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, হলদে গোলাপ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৫৮৬

২১. Jessie J. (n.d) AZQuotes.com. Retrieved April 29, 2017, From AZQuotes.com
website: <http://www.azquotes.com/quote/142541>

২২. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, হলদে গোলাপ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৫৭৪